কুমিরডাঙা

সম্পাদকের কলমে

আশ্বিনের হিমেল হাওয়া আর শিউলির গন্ধে যখন চারপাশ ভরে ওঠে, তখনই বাঙালির প্রাণে বাজে উৎসবের সুর। আবার এসেছে মা দুর্গার আগমনী, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে আমাদের হৃদয়। এই পুজোপত্রিকা শুধুমাত্র লেখা ও শিল্পের সংকলন নয়, বরং আমাদের স্মৃতি, আমাদের আবেগ ও আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ। সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণেই এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হতো না। সবার জন্য রইল অগাধ শুভেচ্ছা ও আনন্দময় দুর্গোৎসবের প্রার্থনা।

শুভেচ্ছান্তে,
সম্পাদক।

সম্পাদনায়েঃ অন্তরা ব্যানার্জী

প্রচ্ছদঃ রিশ্মা মান্না

President's Message

Welcome to GNV-BNG's 2025 Durga Puja.

When summer comes to an end, kids are back in school, and the temperature drops a few degrees, we start to think about Durga Puja. I'm happy to say that we have finally reached that time of year.

Every year, Gainesville Bengali Association has been bringing Durga Pujo to our community. On this auspicious occasion, we meet and pray to Goddess Durga to bless us and to remove all the obstacles from our path. We teach the next generation our traditions. We also try to make our student community feel at home, as many of them may have moved to the US recently, leaving their friends and family behind.

This magazine was originally launched in 2019. Thank you to everyone in the Magazine Committee for putting this together and to all the members for sending their articles, stories, poems and artwork. Also, our sincere thanks to all the advertisers and donors. This is a great way to showcase our talent and give our next generation a platform to express their thoughts.

In 2023, we celebrated Saraswati Puja, Holi, Nabo Borsho, and Fresher's Welcome. We also gave back to the community by donating holiday gifts to Peaceful Paths. Not only are these occasions fun, but they also bring us together and make us feel at home. I am grateful to have a community like ours where we can be ourselves and thrive. Thank you all for making this happen throughout the year.

Board members (2025-2026):

President: Sandip Ray

Vice President: Susmita Dutta

Secretary: Chaitee Debi

Treasurer: Carlos Batist

Student President: Swapnanil Goswami

Student Vice President: Raktim Saha

Student Secretary: Avirup Sinha

Trustees: Indraneel Bhattacharya, Malay Ghosh

Executive Committee Members: Rimjhim Banerjee-Batist, Baibhab Chatterjee, Prama Jati, Mekhala Chakraborty, Rajen Mitra, and Prodip Bose

কলমে

পরাগ দাশ

স্বরূপ ভুঁইয়া

অন্তরা ব্যানার্জী

সজীব ঘোষ

স্বর্ণাভ রায়

আপ্তি দত্ত

সুমন চৌধুরী

রাজেন্দ্র মিত্র

তুলির টানে

Adity Maity
Rudrabha Mitra (Leo)
Satyanath Howladar
Kattayani Sarkar
Greeshma Jain

মুহূর্ত-বন্দি'তে

Biswadeep Seth

হেঁশেলের হালহকিকতে

Kausturi Parui & Sourav Dutta

জেগে রই

পরাগ দাশ

যে নদীতে বয়েছিলাম গত পূর্ণিমার প্রহরে,
ভোররাতে দেখি তাকে।
নিভে যাওয়া কথাগুলো
কানে এসে বাজে!

গাঢ় লাল হয়ে এসেছে নদীর জল-
হুংকার শুনে কেঁপে ওঠে বুক-
রক্তচোষার দল শুষে নেয় মন'কে;
ভেসে ওঠে ঘৃণার অবয়ব, দ্বেষের মুখ!
"বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!- মিহিসুরে
বলে উঠে নতুন ভালোবাসা
পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।
আমি জেগে রই!

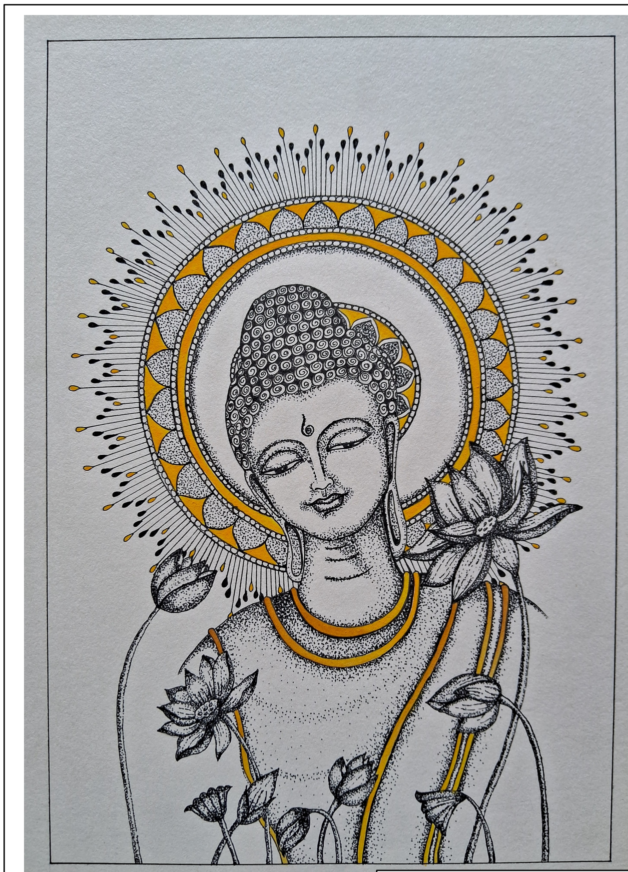

Aditi Maity

একটি না লেখা চিঠি

স্বরূপ ভুঁইয়া

ঠিক তোমার মতো একজন বন্ধু চেয়েছিলাম
কাঁচা রোদের কিরণে ঝলমল সমুদ্রের মতো
কলকল পাহাড়ি ঝর্ণার মতো
গহীন অরণ্যের মায়াবী সবুজের মতো
নয়
শুধু তোমার মতো।
উদীয়মান সূর্যের রাঙা আলোয়
অশ্বিনের ঝিরঝির বাতাসে
বৃষ্টি ভেজা চাঁপা ফুলের গন্ধ মেখে
চিকচিকে বালুকনায় বসে
তোমার আনত মুখের দিকে
অপলক তাকিয়ে
বলেছিলাম
সুন্দর
সুন্দর হয়েছিলে তুমি।

ঠিক তোমার মতো একটা কবিতা চেয়েছিলাম
মুক্ত-পক্ষ সাবলীল গাংচিলের মতো
শিশির-সিক্ত শিউলির মতো
দিগন্ত-লীন শুভ্র জ্যোৎস্নার মতো
নয়
শুধু তোমার মতো।
অস্ত-রশ্মি উদ্ভাসিত পলাতক বিকেলে

ঘরে ফেরা পাখির ডাক
আর সোনালী ধানের ক্ষেত
তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
তোমার হাতে হাত রেখে
বলেছিলাম
সুন্দর
সুন্দর হয়েছিলে তুমি।

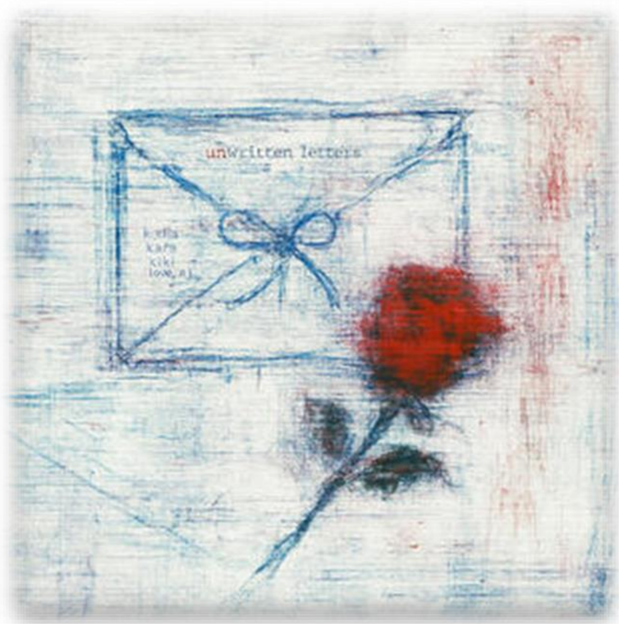

Rudrabha Mitra (Leo)

Satyanath Howladar

ধ্বংসস্তূপ

অন্তরা ব্যানার্জী

তোমার চোখের আকাশ প্রমাণ মায়ায়
ভুলে যাই বারবার
তোমাকে ভুলে যাওয়ার কথা।

খেই হারাই,
বেড়ে যায় দৃষ্টি চঞ্চলতা,
চোখে চোখ পড়ে।

মন থেকে মুছে যায়
দূরত্ব, অভিমান, ইত্যাদি, প্রভৃতি।
ইচ্ছা করে ভালোবাসতে।

তোমার দিকে এগিয়ে যাই,
সাথে থাকে দুঃসাহস।
কিন্তু পূর্বাভাসে থমকে যাই।

ঝড়ের প্রহর শেষ হয়,
কেটে যায় সব দুর্যোগ,
তবু আর যাওয়া হয়না।

ধ্বংসস্তূপে নিত্যপ্রয়োজনীয়তা ছেড়ে

তোমাকে খোঁজা!

সে যে আখেরে বিলাসিতা মাত্র।

Biswadeep Seth

Kattayani Sarkar

শান্তি কুটির
সজীব ঘোষ

"এই যে শুনছেন, হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি,
বীরেন বাবুর বাড়িটা কোনদিকে জানেন?"
অন্তত জনাপাঁচেক লোককে জিজ্ঞেস করলাম,
কেউ কোন হদিস করতে পারল না।
শেষে এক অশীতিপর বৃদ্ধ – চায়ের দোকানে বসা –
আমায় ডাকলেন দূর থেকে।
"কে হে তুমি বাবু, বীরেন তোমার কে হয়?"
তার পাশের চকিতে গিয়ে বসলাম, ব্যাকপ্যাকটা রাখলাম পাশে।
উনি দোকানিকে আমার জন্য এক কাপ চা দিতে বলে দিলেন।
"বীরেন ঘোষ আমার দাদু হন।
সেই একাত্তরে আমার মা-মামা-মাসিদের বর্ডার পার করে
তিনি রয়ে গেলেন – সাথে দিদা গিরিবালা –
তিনিও রয়ে গেলেন- ভিটার টানে।"
চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলেন –
"বীরেনটা বড় একগুঁয়ে, কত করে বলেছিলাম,
ভিটার চেয়ে জীবন বড়, নিরাপত্তা আগে –
সে বলে, ভিটা ছেড়ে নাকি কাপুরুষেরা ভাগে।
যে বাড়ির মন্দিরে ফি-বছর দুর্গাপূজা হয়,
যে উঠোনের তুলসিতলায় নিত্য সন্ধ্যেবাতি জ্বলে
দীপাবলি এলে যে বাড়ির আলোয় উজ্জ্বল হয় গ্রাম
সে বাড়ি ছেড়ে কীভাবে অন্য কোথাও যেতাম।"
বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ।
মার মুখে শুনেছি, খানসেনারা মামাবাড়ির সব
তছনছ করে দাদু-দিদার প্রাণটাও কেড়ে নিয়েছিল।
ক্যাম্প করেছিলো বাড়িটাকে, মন্দিরটা ভেঙে দিয়েছিল।
তবে পরে নাকি দাদুর এক বন্ধু তাদের গেরিলা বাহিনী নিয়ে
খানসেনাদের হটিয়ে এলাকা স্বাধীন করেছিল।
চা খাওয়া শেষে বৃদ্ধ কাছে এসে হাতটা ধরে বললেন,
"চল রে খোকা, দাদুর ভিটে দেখবি চল, দেখবি কেমন
পুজোর আয়োজন চলছে।"
কী আশ্চর্য! আমার দাদু আমায় 'খোকা' বলে ডাকতেন –
আমায় অবাক করে দিয়ে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন
সাজানো গোছানো ছিমছাম এক বাড়িতে –
বাড়ির নামফলকে লেখা –
"শান্তি কুটির, প্রযত্নে-বীরেন ঘোষ এবং গিরিবালা ঘোষ"।
ঢাক বাজছে, ষষ্ঠীর দিন থেকেই যেন উৎসবের আমেজ।
বাড়ি-মন্দির-উঠোন সব কিছুতে যত্নের ছাপ।
"আমি তোর মতি দাদু। মতি মিয়া।

বীরেন আমার ছোটবেলার বন্ধু, খেলার সাথী,
ওরে আর বৌদিরে আমি বাঁচাতে পারি নি রে।"
পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবির গোছা আমার হাতে দিয়ে বললেন,
"এতদিনে তোর আসার সময় হল রে,
তোর মায়ের নাম কিন্তু আমি রাখিছিলাম – সুমতি –
কেমন আছিস রে তোরা সব? তোরা এবার ভিটের দায়িত্ব নে।
আমি ক্লান্ত, যাবার সময় হল।"
বলে কান্নাজড়ানো কন্ঠে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।
ঐ দূরে মন্ডপে আমি বোধ হয়
মায়ের মুখে স্মিত এক হাসি দেখলাম।
কেন সবাই মতি দাদুর মত হয় না?

ফেরা

পরাগ দাশ

শ্রাবণ, ১৪০২...

বাইরের বৃষ্টির শব্দ অনবরত ওঠানামা করছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে আগুন, দাউদাউ করে। হাঁটু মুড়ে হাউহাউ করে কাঁদছে দিনু গোয়ালা। পাশে ঠাঁই দাঁড়িয়ে ছোট্ট ফটিক। নিথর শরীরে কোনো ভাষা নেই, কোনো হাহাকার নেই; কেবল চোখের কোণে দু'এক ফোঁটা জল চিকচিক করছে। মায়ের কথা মনে পড়ছে ওর। মায়ের শেষ স্মৃতি গোলাপচারা'টাও হারিয়ে যাচ্ছে ওর সামনে থেকে।
মোড়লমশাই শাস্তি দিয়েছে দিনু'কে। অপরাধ দু'হপ্তা ধরে দুধে নাকি ষোলো আনাই জল মেশাচ্ছে দিনু। আর তাতেই মোড়লের ঘরে বউ'বাচ্চার দিন'কয়েক ধরে আন্ত্রিক চলছে। পনেরো বছরের সমস্ত বিশ্বাস-আনুগত্য ভুলে গিয়ে মোড়ল যে এইভাবে দিনু'কে দোষারোপ করবে ভাবতেই পারছে না দিনু। "লঘু পাপে গুরুদণ্ড"র মতোন শক্ত প্রবচন সে জানে না, সে কেবল জানে এতবছরের এই লড়াই'টা এইভাবে পুড়ে শেষ যেতে পারেনা। আজীবনসঞ্চিত পয়সা'টুকু দিয়ে এই কুঁড়েঘর'টা বানিয়েছিল বাবা। ভেবেছিল দিনু বড়ো হয়ে লেখাপড়া করে মস্ত বাড়ি বানাবে, অনেক নাম হবে দিনুর। কিন্তু সে পারেনি। সমাজ-দারিদ্র্য-জীবন'যন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে পেরে ওঠেনি দিনু। বাবার মতোই বাড়ি বাড়ি দুধ বেচে সংসার চলে ওর। জন্মের পরেই মা'কে হারিয়েছিল দিনু আর বিয়ের কিছু বছর পরেই মাধবী'ও চলে যায় ওর জীবন থেকে। এরপর জমিদার'ও একে একে কেড়ে নিয়েছে জমি-গাই-গোরু। আজ কুঁড়ে'টুকুও ছাড়ল না। ছাড়েনি মান-ইজ্জত কোনোকিছুই। হাটবারের পথভর্তি লোকের সামনে অপমানের এক'টুকুও আজ বাকি রাখেনি মোড়ল।
জ্বলন্ত খড়ের ছাই উড়ে এসে হঠাৎ যেন ফটিকের অসাড় দেহে প্রাণ নিয়ে এল। শক্ত করে বাবার ঘাড় চেপে ধরল বছর পাঁচেকের ফটিক। টুকটুকে ফর্সা গাল-মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সামনের কুঁড়ের আগুন রাঙ্গা হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে ওর চোখের মণি'দুটোয়।

আশ্বিন, ১৪২৯...

গ্রামের পুজো এবার পঁচিশে পা দিয়েছে। প্যাণ্ডেলের আয়তন বেড়েছে। বেড়েছে ঢাকের আওয়াজ। দিনু গোয়ালা আজ বিনি পয়সায় দুধ বিলোচ্ছে। পুজোর আনন্দে;- পুজোর মাসে ছেলের ঘরে ফেরার আনন্দে। পাঁচ-পাঁচটা বছর পার করে ফটিক আসবে বাবার কাছে।
এই পাঁচ বছরে গ্রামের অনেক কিছুই বদলেছে। পাল্টেছে দিনু, দিনুর ভাগ্যও। পাকা ঘর তুলেছে। একখানা বড়ো গোয়ালঘর, নলকূপ, বিঘে'কতক জমি- আরও অনেক কিছু পেয়েছে দিনু। ফিরে পেয়েছে ওর হারিয়ে যাওয়া সম্মানও। মোড়ল এখন খুব খাতির করে দিনু'র। হপ্তায় একদিন মোড়লের অট্টালিকায় খাওয়াদাওয়া-গল্পগুজবের ডাক পড়ে দিনুর। ফটিকের সুপারিশে মোড়লের অকর্মণ্য ছেলেটার মোটা টাকার চাকরি হয়েছে যে।
ফটিক এখন মস্ত বড়ো অফিসার। ব্রিগেডের কম্যান্ডার-ইন-চিফ। দিনু ওত কিছু বোঝে না। ও শুধু জানে ওর

ছেলে নিজের দেশের জন্যে লড়ে,- মিজের মাটির জন্যে। একদিন যে মাটি ওদের পায়ের তলা থেকে সরে গিয়েছিল। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বাবার স্বপ্ন ও পূরণ করতে পারেনি, কিন্তু ওর ছেলে পেরেছে। আজ গর্বে বুক ফুলে ওঠে দিনুর। গাঁয়ের লোকজনের মস্ত খাতিরের পাত্র দিনু।
পুজোর মণ্ডপে দুধের জোগান দিয়ে দিনু এসে দাঁড়ালো মোড়লের বাড়িতে।
-"কিরে দিনু! আজ বড্ড খুশি যে! আয়, ভেতরে আয়"।
টিভির আওয়াজে বড়ো হলঘর'টা গমগম করছে। দুই হপ্তা আগে ফটিকের শেষ চিঠি পেয়েছিল দিনু। জানিয়েছে যে কয়েকদিন আগেই বর্ডারে একটা অপারেশনের দায়িত্ব পড়ে ওর। সেটা মিটিয়েই ছুটি নিয়ে আসবে সে। সপ্তমীর সকালে ফটিক আসবে বাবার কাছে।
সময়, শ্রম, চেষ্টা- আজ ফটিক'কে অনেক উঁচু'তে পৌঁছে দিলেও প্রায় ত্রিশ বছর আগের সেই আগুন'টা আজও ওর চোখে সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। তবু শুধু বাবার কথায় ধ্যান থেকে সব দূরে সরিয়ে রেখেছে ও;- মন থেকে ভোলেনি কিছুই।
মোড়লের সাথে পুনরায় সদ্ভাবের কারণ ফটিক'ই।
-"শোন দিনু। ছেলে এলেই আমাদের বাড়ি চলে আসবি সেদিন। তোদের নেমন্তন্ন রইলো"।
-"হ বাবু, আসব"।
-"তুই একটু বোস বুঝলি, আমি পয়সা'টা নিয়ে আসছি। টিভি দেখ"।
এমনিতে টিভির ভাষা সব বোঝেনা দিনু। কেবল একপানে চেয়ে শোনে। আজ হঠাৎ টিভির কথা'গুলো কান থেকে যেন মনে এসে লাগল দিনুর। একটা চেনা মুখ ভেসে উঠে আবার অচেনা হয়ে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল দিনুর। ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ছাপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে উঠল দিনু।

ফেরা, ১৪৩৯...

আজ দশ বছর হল ফটিক আর নেই। ফটিক শহীদ হয়েছে। যে মাটির জন্যে বদলা নিতে, মাটির জন্যে লড়াই করতে ফটিক পাড়ি দিয়েছিল বহুদূর;- সেই মাটিই ওকে কেড়ে নিয়েছে, এই মাটির বুক থেকে।
জমি থেকে ফিরে দোর খুলে তুলসীতলায় প্রদীপ দিল দিনু। দশ বছর আগে ছেলের দৌলতে ঘর-জমি, মান-ইজ্জত সব ফিরে পেলেও ফিরে পায়নি ছেলেকে। ফেরা হয়নি ফটিকের ওর বাবার কাছে, আর কোনোদিনই..

Win some, lose some

Swarnabha Roy

With careful hands we chart our days
Set our goals through time's maze
The clock ticks on, we race, we grind,
Chasing our dreams until the top we find.

Prepared and loaded we set sail,
With courageous hearts we shall prevail,
Tempests test the steady hand
Pushing the limits of what we can withstand

Shore is found by those who dare
Who draft new routes with grit and care.
Twinkling stars, they shine so bright,
The core's ablaze though out of sight.

Pause, take a look, and see what’s clear
Not all we crave will linger near
What truly matters will come to light
It’s a new day that follows the darkest night

For every dream we leave behind
New ones bloom within our mind
Measure not life by what’s missed
But by the joys that your fate kissed.

We win some, we lose some — so do they all say

Live for what is and worry not for what may!

Kattayani Sarkar

The Cat

Aapti Dutta

A graceful leap
Paws
Ascending off the floor
A graceful descent
A calm glare
Swiftly shifting
To the corners of the walls

She slyly struts in silence
Fur
Rises on her spine
With a glint in her eye;
Pounces—
the squeak of victory
Held between furry claws

Content,
She cozily curls up
And as she drifts off,
That same stealthy smirk
Remains upon her lips.

Greeshma Jain

The Street

Aapti Dutta

We lay on turfs of privilege
Frivolously frolicking
Chatting away
You stroll down the street
"Please sir"
"God bless!"
The impoverished
Squished and forgotten
By the fists of society

You stroll down the street
Begging
For a penny or a nickel
For her daughter
Cradled in gaunt arms

You meet her dark eyes

Young yet withered
Eyes that may have seen every terror
Our world has to offer

You sprint down the street
Guilt of greed
Chases you relentlessly
Guilt you know should be listened to

As you stroll down the street
Their spines shiver through the winter
Sweat running as a river
Through sweltering summers

We sit in our seats
Selfishly whining
With anything and everything
To ever be possibly asked for
Scattered
Down on the floor

Beneath our feet

We complain and we blame
And we negate the tragedies
While silver spoons
Are protruding
Through out of our lips
We think of their sanity as unworthy
And their safety as unnecessary
While we keep in warm beds
Waking up
To a table
Where we are fed

In the mornings
As you stroll down the street.

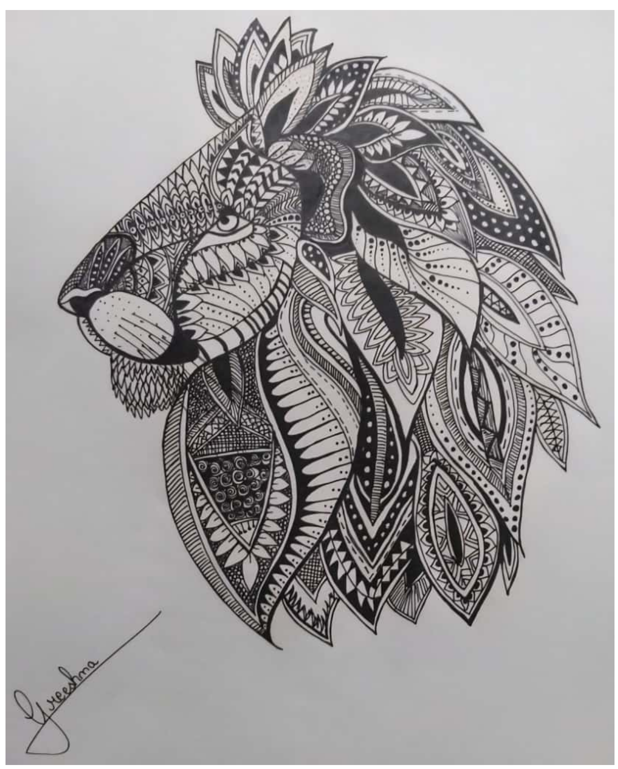

Greeshma Jain

আমি ভালোবেসে যাবো

সুমন চৌধুরী

যে দরিদ্র ফুটপাতে, পার্কের কিনারায়
শীত-বর্ষা-গ্রীষ্মে
নিষ্প্রভ দিন কাটিয়ে দেয়—
তাকে আমি অবহেলা করি না।

যে চর্মকার রাস্তার ধারে,
অজস্র জুতোর ধুলো মুছে
রোদ-ঝড়ে অবিচল রয়—
তাকে আমি অসম্মান করি না।

যে বারবণিতা পেটের দায়ে
স্বপ্ন বিকিয়ে নগরবধু হয়,
আর হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম বাঁচায়—
তাকে আমি অবজ্ঞা করি না।

যে চোর ক্ষুধার জ্বালায়
ছিনিয়ে নেয় অপরের মুদ্রা,
আর লাঞ্ছনায় দিবস কাটায়—
তাকে আমি ঘৃণা করি না।

যে শরণার্থী সমুদ্রের ক্রোধে বাড়িহারা,
নবীন সন্তানকে আঁকড়ে ধরে
ভবিষ্যতের ঘর খোঁজে—
তাকে আমি অবহেলা করি না।

যে তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয়ে জন্মায়,
অদৃশ্য তাচ্ছিল্যে বাঁচে,
তবু দিবস কাটায় স্বীকৃতির স্বপ্ন বুনে—
তাকে আমি বিদ্বেষ করি না।

যে নিরক্ষর অদৃশ্য যন্ত্রের গহ্বরে
রাত্রি জুড়ে পরিশ্রম করে,
আর সভ্যতার দীপ জ্বালিয়ে রাখে—
তাকে আমি অবমাননা করি না।

যে কৃষক সারাদিন ফসল ফলায়,
পাথরের উপর পাথর রেখে

রাত্রি কাটায় স্বপ্ন গোনে—
তাকে আমি বিস্মৃত করি না।

যে নিপীড়িত হয় ধর্মের নামে,
বিতাড়িত হয় মন্দির–মসজিদ–গির্জা থেকে
তার নীরব প্রার্থনায় ও অশ্রুজলে—
ভেসে যায় ভগবানের সিংহাসন—
আমি তার চোখের জল মুছে দেব
আমার ভালোবাসার আঁচলে।

আমি সকলের বুকে বইয়ে দিব
প্রেমের ঝরণা ধারা।
আমি তো কৃপণ নই—
রজনীগন্ধার সুগন্ধে যেমন
নিশিথ-আলো ভরে ওঠে,
তেমনি অনাদি ভালোবাসা নিয়ে
আমি ভালবেসে যাব
সকলকে।।

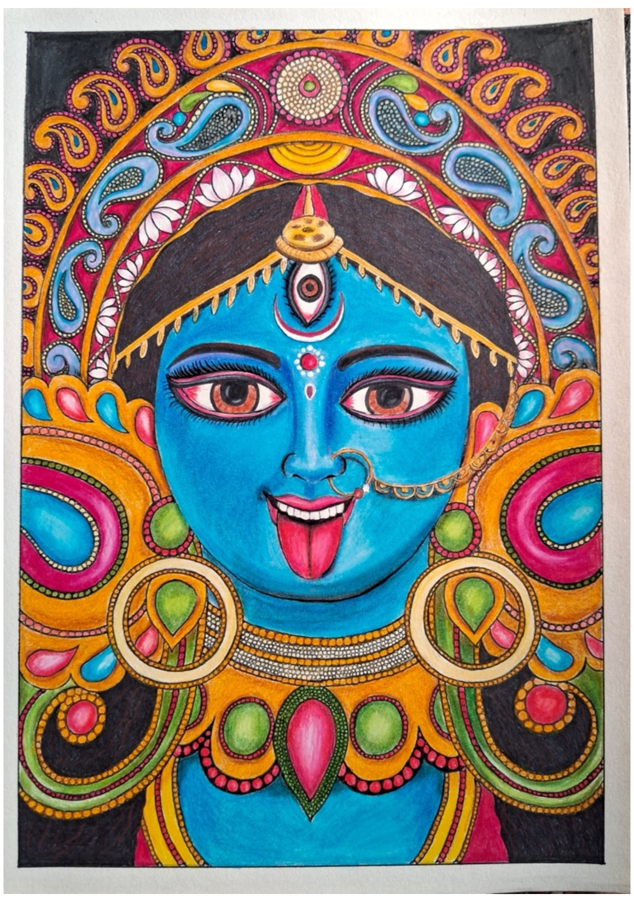

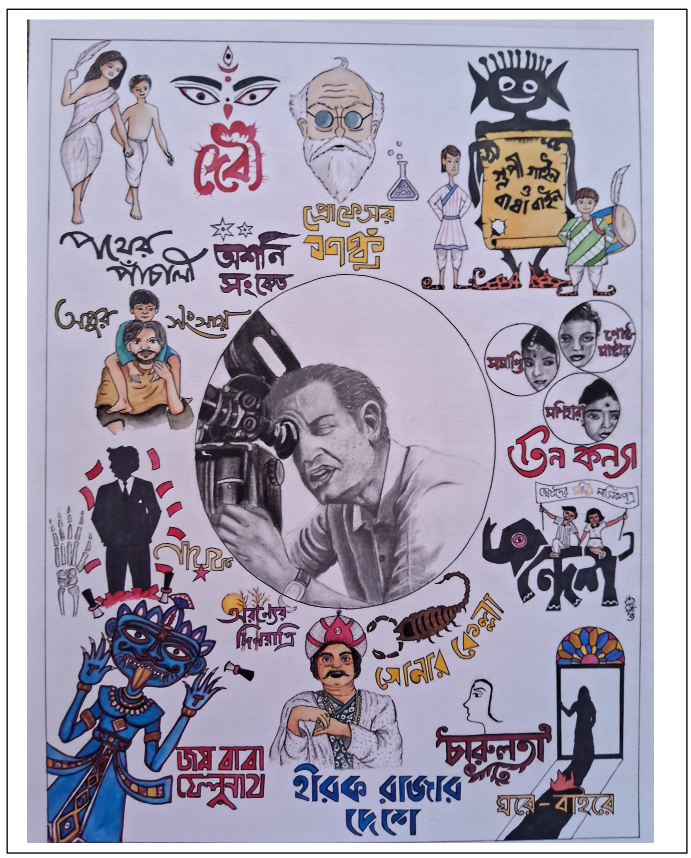

Aditi Maity

ছোটোবেলার দুগ্গা পুজো

রিমঝিম ব্যানার্জী -বাতিস্ত

এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার পরে
সকাল বেলা কাশের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।

কেমন যেন ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এ বছর, সেই রবি ঠাকুরের কবিতা, সেই শরতের রেশ। বড়ো হয়েছি অনেকটাই আসানসোল এবং আশপাশের কয়লাখনি অনচলে। Loreto Convent Asansol (LCA) এ পড়াশোনা করেছি বলে পুজোর ছুটি ছিল শুধুমাত্র লক্ষীপুজো অবধি। আমাদের বাংলা টিচার আমাদের শরতের কবিতা, গান ইত্যাদি এই সময়ে ক্লাসে করতে বলতেন। তাই থেকেই "এসেছে শরৎ"   কবিতাটির কথা মনে এলো।

আমার বাবা Coal India তে চাকরি করতেন, এবং আমার ক্লাস থ্রী থেকে ফাইভ পর্যন্ত কেটেছে অনডাল নামে এক জায়গার কাছে কাজোরা গ্রাম নামে এক জায়গায়। এই জায়গার নাম অধিকাংশ মানুষেরই অজানা, রোজ স্কুল মানে LCA যেতাম দেড় ঘন্টার বাস যাত্রায়ে - এক তরফা। আমাদের বাড়ির কাছেই একটি ছোট্ট ছবির মতো গ্রাম ছিল, তার ধারে বয়ে যেতো হাঁটুজল ওলা ছোটো নদী। যাইহোক, আমাদের কাজোরা গ্রামে কোনো পুজো না হলেও, আমরা গাড়ি চেপে বিভিন্ন কোলিয়ারি গুলো তে পুজো দেখতে যেতাম। ওইসব জায়গায় সাদামাটা পুজো, কলকাতার মতো জাঁকজমক ছিল না। কোনো কোনও বছর কলকাতায় পুজো কাটাতাম ঠিকই, কিন্তু সে আর এক দিনের গল্প! অবশ্য দুটো জিনিষ না বলে পারছি না।

১ঃ আমাদের অনডাল স্টেশনে ট্রেন থামতো literally দু মিনিটের জন্য, আর পুজোর সময়ে কলকাতা যাবার ট্রেন Coalfield Express থেকে লোক ঝুলতো। পনচমীর দিন সকালে একবার Coalfield Express এ চড়তে গিয়ে আমার মা বাবা দুজনেই থেকে গেল platform এ, আমি আর আমার দাদা শুধু ট্রেনে চাপতে পারলাম। আমার মনে আছে আমি হাঁ হাঁ করে কেঁদেছিলাম সেদিন, আর আমার দাদা আমাকে নিয়ে কলকাতা অবধি পৌঁছেছিল। Howrah Station এ কাকা কে দেখে আমাদের যে কি আনন্দ সেদিন!

২ঃ সেই সময়কালীনই কোনো এক বছরে মাটি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে প্রতিমা প্রথম চালু হয় কলকাতাতে। যেমন নানা রকম ডাল (মুগ, মুশুর) এর প্রতিমা, বরফের প্রতিমা, mosaic এর প্রতিমা ইত্যাদি।

যাক গে, ফিরে আসি সেই কোলিয়ারি তে যেখানে সবাই সবাইকে চিনত মোটামুটি, টুনি বাল্ব টাঙানো আলো, নাগরদোলা, রঙিন "candy floss" ইত্যাদি নিয়ে ছিল পুজোর আনন্দ। যেহেতু বাড়ির পাশে নয়, আমাদের রোজ যাওয়া হয়ে উঠতো না, তবে অষ্টমী আর নবমী এই দুটো দিন যেতাম, অবশ্য কখনো সন্ধিপুজো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। উপোষ করে অষ্টমীর অনজলি দিতাম, বাবা ছাড়া আমরা সবাই, বাবা ছিলেন নাস্তিক।

এরপর আমরা আসানসোল শহরে চলে গেলাম। তখন আমার বয়স এগারো। সেখানে আমাদের Coal India এর campus এ পুজোর সূচনা করেছিলেন আমার বাবা। এখনো মনে আছে আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রতি weekend

এ পুজোর মিটিং আর মিটিং মানেই eating!! মা অনেক কাপ চা করতেন আর তার সাথে বাড়ির বানানো সিঙারা, চপ, নিমকি এইসব। কেউই নিজের স্বাস্থ্যের চিন্তায় dieting করত না তখন, তাই চপ সিঙারা সবই উড়ে যেত। এর সাথে সাথে পুজোর ফাংশনের রিহারসাল, সেও চলত পুরোদমে। Homework এ মন লাগতো না, পুজোর ছুটি কবে শুরু হবে ভেবে মন চনচল হয়ে উঠতো। আর পুজোর বাজার? সে তো শুরু হয়ে যেতো অনেক আগে! সকালে এক জামা বিকেলে আরেক জামা বলে একটা জিনিস ছিল, অষ্টমীর সন্ধ্যায় best dress টা পরতে হতো, সেই বছরের fashion যেটা হিন্দি সিনেমা থেকে মোটামুটি আসতো (bell bottom pant, sleeveless dress, বা sleeve এর length কতোটা, midi skirt, maxi, platform sandals etc.)। আমাদের সময়ে readymade জামা খুব ভালো পাওয়া যেতো না, তাই দর্জিদের খুব কদর ছিল; তার ওপর আমি বরাবরই লম্বা তাই আরো সমস্যা। অনেকদিন আগে থেকে দর্জিকে কাপড় দিয়ে রাখা, বার বার তাগাদা দেওয়া, এই ছিল পুজোয় নতুন জামা পরার আয়োজন। আর পুজোয় চাই নতুন জুতো, আনন্দবাজার আর Statesman এর পাতা ভরা জুতোর মধ্যে মনে মনে ঠিক করে নিতাম কোন জুতোটা কিনবো।

এই করেই হইহই করে পুজো এসে পড়ত মহালয়ার ভোর থেকে…..বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র এর চনডীপাঠ শুনে! পঞ্চমীর দিন ঠাকুর আসতো, ততক্ষণে আমাদের তিনজন ঢাকী এসে গেছে সিউড়ি থেকে। পুজোর ভোরে, তখন আবছা আলো, একটা শীত শীত ভাব, প্রতিদিন আমাদের কাজ ছিল চান করে ফুল তুলতে যাওয়া সকলের বাগান থেকে, campus এ যেহেতু সবাই সবাইকে চিনত, সেটাই ছিল রীতি। শিউলি, টগর, নয়নতারা, জবা সবই তুলে নিয়ে যেতাম পুজোর কাছে। পায়ের চটি শিশিরে ভিজে যেতো। এরপর আমরা বাড়ি এসে নতুন জামা পরে পুজোর কাছে যেতাম আর শুরু হোতো আড্ডা যা গিয়ে থামতো বিসর্জনের পর। কি আড্ডাটাই না দিতাম…..topic গুলো নাই বা বললাম, বয়স তখন বারো থেকে ষোলোর মাঝে!! মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে বন্ধুদের সাথে হাঁটা পথে আশ পাশের পাড়ার ঠাকুর দেখা, তার মজাটাই ছিল অন্যরকম। সেল ফোন না থাকার অনাবিল আনন্দ, একবার মায়ের দুই চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার উদ্দীপনা, আর দেরী করে ফেরার পর বকুনি খাওয়া সবই ছিল পুজোর অংশ। সন্ধ্যা বেলায় মা বাবার সাথে গাড়ি করে দূরের পাড়ায় ঠাকুর দেখা সেটারও মজা ছিল। কিন্তু দু ক্ষেত্রেই ফুচকা, চাট, এগ রোল, চিকেন রোল এগুলো ছিল বরাদ্দ। কিন্তু ষষ্ঠী আর অষ্টমীর দিনে নয়। এ দুটো দিনই নিরামিষ আর রাতে খেতাম লুচি তরকারি। ষষ্ঠীর দিন দুপুরে মা এর সাথে ভেজানো ডাল, ফল, দই এসব খেতে খুবই ভালো লাগতো আর অষ্টমীর দুপুরে পাত পেতে সকলের সাথে খিচুড়ি লাবরা খাওয়া…..সে এক অন্য অনুভূতি। আড্ডা মেরে, পুজোর ফাংশনে নেচে গেয়ে, ঠাকুর দেখে, এর ওর জামা জুতো fashion দেখে, সেই বছরের নতুন বেরনো কিশোর কুমার, লতা, আশা, আরতি, ভূপেনের গান প্যানডেলের মাইকে শুনতে শুনতে পাঁচ দিন কেটে যেতো। বিসর্জনের ঢাকের তালে যখন মন খারাপ হয়ে আসতো, তখন চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখতাম মা কাকিমারা ঠাকুর বরণ করছেন। ট্রাকে চেপে ঠাকুর বিসর্জনে যাওয়ার যথারীতি বায়না আর যথারীতি "না, মেয়েরা ঠাকুর ভাসানে যায়না" শুনতে শুনতে কবে না জানি বড়ো হয়ে গেলাম। ট্রাক ফিরে এলে, শান্তির জল নিয়ে, সব কাকু কাকিমাদের প্রণাম করে, মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতাম।

বোধনের ঢাক, ধুনোর ধোঁয়ায়ে চোখ জ্বালা, সপ্তমীতে সবাই মিলে নবপত্রিকার স্নানে যাওয়া, অষ্টমীর অনজলি, নবমীর হোমের টিপ, সব মিলে এক আনন্দের ঘোরে কেটে যেত পাঁচটা দিন। কোনো কোনো বছর খুব ভোরে ঘড়িতে alarm দিয়ে মা উঠিয়ে নিয়ে যেতেন সন্ধি পুজো দেখতে। ১০৮টা পদ্ম ফুল কি এক টাইমের মধ্যে পুরুতমশাই ঠাকুরের কাছে দিতেন, তখন ঘুম চোখে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতাম না। সেসব দিন শেষ, এখনকার জীবন যাত্রা থেকে অনেক দূরে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এই লেখাটা আশা করি কিছুটা ধরে রাখবে - "শিউলি তলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে, শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে, নয়ন ভুলানো" সেই ছোটোবেলার দুগগা পুজো!

কারো যদি কাজোরা গ্রাম স্টেশনের সম্বন্ধে কৌতূহল থাকে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন:

https://youtu.be/YEM5W6BpqNw?si=gfpQ_imFjkm-ZbXp

Pujarini – The Devotee

Pujarini is a poem about a court dancer, Sreemati, who sacrificed her life for Buddhism. The poem begins during the reign of King Bimbisara, an ardent devotee of Lord Buddha and who was the grandson of Emperor Ashoka. However, when his son Ajatshatru ascended the throne, he decided to aggressively revive Hinduism in his kingdom. Sreemati, the court dancer remained loyal to her faith through a complete surrender to Lord Buddha and became immortal through her death.

By offering her prayers to Lord Buddha, she wanted to spread the message of love and peace. The same is the need in the world now as we can see violence being resorted to as if it is the only option to solve each problem, however small the problem may be.

We have performed many dance dramas of Tagore in this community, but we are staging Pujarini for the second time. Verses from the poem are juxtaposed with appropriate Tagore songs, taking the story forward. Each part of the story, starting from the Sreemati's devotion, King Ajatshatru's orders to stop the worship of Buddha defying which would invite a death penalty, the royal ladies and the townswomen fearful of the harsh laws of the land, to the final sacrifice of Sreemati are all depicted in the dance drama.

Cast

Sreemati – Aapti Dutta

Ajatshatru - Rudrabha (Leo) Mitra

Bimbisara – Debasish Dutta

Raj Mohishi - Tanuka Bhunia

Bodhu Amita – Vedanti Chowdhury

Kumari Shukla - Rishita Bhunia

Royal ladies - Tavya Joshi, Priya Sabat, Agam Sharma, Aapti Ray

Soldiers - Aikam Sharma, Keyan Dey, Gadin Dey, Sohum Chowdhury

Townswomen – Anindita Das, Nirupama Dutta, Chaitee Debi, Ginny Ahuja, Sukhwinder Bali

Choreography: Rimjhim Banerjee-Batist

অদৃশ্য শাসন

রাজেন্দ্র মিত্র

শিক্ষাদীক্ষা নিপাত যাক্,
রাজনীতিটা সামনে থাক্।
সাধারণ সমস্যার জট,
মিডিয়ার গড়ে নবীণ পট।
রাজা–মন্ত্রী আসর ভরে,
বাকযুদ্ধ গর্জে সবে।
হঠাৎ তোলপাড় ধ্বনি,
সিংহাসন নড়ে রণি।

কে বা মন্ত্রী, রাজা কার,
জমাটি আসর ধুন্দুমার।
বাবুরা হঠাৎ করলো তলব,
উঠলো জেগে দারুন রব,
সিংহাসন উঠলো নড়ে,
যুদ্ধ যেন বাধল বলে।
টিভির ওপার থেকে,
মোসাহেব হাঁক ডেকে-
"হারে রে রে, থামিস নে তুই,
অঙ্কুরেতে আগুন ছুঁই!"

চতুর্দিকে ছুটোছুটি,
ঢাল-তলোয়ারও পারল ঘাঁটি,
অদৃশ্য শত্রু ধায়,
অন্তরে মৃত্যু গায়।
অহংকারের হাসি বাজে,
হাহাকার ছুটে মাঝে।
গণ্ডির ভেতর দুর্জয় দাঁড়ায়,
ভয়ের ছায়া চারিদিকে ছায়।

কালো মেঘ ঢাকে আকাশ,

শূন্য হয়ে যায় বিদ্যার বাস।
বেনোজল ঢোকে ঘরে ঘরে,
ভয়ের স্রোত জাঁকিয়ে ধ'রে।

অস্ত্র-অর্থ ম্লান হয়,
জগতময় ভয়াল জরায়।
শ্বাসরুদ্ধ দুর্জয় প্রাণ,
বিক্ষোভ জাগে দিগন্ত–গান।
গোঁয়ার পোশাকি জ্ঞান ছেড়ে,
পণ্ডিত-বদ্যিরে হাঁক পারে।

তন্দ্রা কাটে, ভাঙে সংস্কারের বোঝা,
প্রতিহত হয় উদ্ধত অন্যায় ধ্বজা।
নতুন ভোরের আলো জ্বলে,
ঐশ্বর্য ফুটুক কিশলয়ে।

(বিষয়ঃ Covid-19)

What are we cooking this festive season?

By Kausturi Parui & Sourav Dutta

Gainesville, 2025 - Welcoming goddess Durga in the glorious autumn weather is always accompanied by our collective sharing of both joy and heritage. While it is a time to indulge in our favorite foods and libations, pujo for the probashi Bangali has always been a time that instills in us both a nostalgia and a hopefulness for the future - of someday actually getting a PTO and visiting home for pujo. As our homes in the motherland become sanctuaries of flavor mingled with the sounds of dhak and shankha, here in Gainesville we lament the absence of such familiar sounds and aromas. Hence it is essential that as probashi Bangalis we recreate the taste of home but with a slight twist.

We suggest you try these fusion recipes to elevate the essence of pujo for you and your guests at your 'Bijoya' table! May we suggest, you start with one spoonful of 'jhal', then dive into the 'misti-mukh', with loads of hasi-thatta in between. Shubho Bijoya! ✨

Mutton Kosha Pie

Total Time: 2–3 hours
Yield: 5–6 servings

Ingredients

- 3 tbsp mustard oil
- Whole spices: 2 green cardamom pods, 1 black cardamom pod, 1 cinnamon stick, 2–3 cloves, 2–3 small bay leaves
- 1 small onion, finely sliced
- 2–3 tbsp ginger-garlic paste
- 1 tsp each: turmeric powder, Kashmiri red chilli powder, hot red chilli powder, cumin powder, coriander powder, garam masala
- Fresh chilli paste, to taste
- 2 lbs. (900 g) mutton, bone-in pieces preferred
- 1 potato, cut into cubes
- Salt, to taste
- 1 sheet pie dough (store-bought or homemade)
- 1 egg white + 1 tsp water (for egg wash)

Instructions

1. Heat mustard oil in a heavy pan until it just begins to smoke. Add the whole spices and sauté for a few seconds.
2. Add onions and fry until translucent.
3. Add ginger-garlic and chilli paste. Stir in all the ground spices and cook until the masala releases oil.
4. Add the mutton pieces and salt. Cook over medium heat, stirring frequently, until the meat is browned and begins to soften. Add

small splashes of water as needed to prevent sticking but avoid making the gravy too runny.

5. Stir in the cubed potatoes and cook for 2–3 minutes. (They will finish cooking in the oven.) Remove from heat and let the filling cool slightly.
6. Preheat the oven according to the pie dough instructions. Line a pie dish with one sheet of dough. Spoon the kosha mutton filling into the crust. Cover with a lattice weave or a second sheet of dough. If using a full sheet, cut small slits on top to allow steam to escape.
7. Whisk egg white with water and brush over the top crust. Bake as directed on pie dough package).

Serve the pie with some roasted potatoes or veggies and a side of salad or corn. Enjoy!

Cardamom Pistachio Shortbread Cookies

Total Time: 20–30 minutes (1 ½ hours including chilling)
Yield: Around 15 cookies

Ingredients

- 10 tbsp unsalted butter, at room temperature
- ½ cup sugar
- 1½ cups all-purpose flour
- ½ tsp kosher salt (skip if using salted pistachios)
- 2 cardamom pods
- ½ cup pistachios, chopped

Instructions

1. Grind the cardamom pods with the sugar in a spice grinder or mixer until finely powdered.
2. In a mixing bowl, beat the butter until light and fluffy. Add the cardamom sugar and continue mixing until well combined.
3. Fold in the flour and salt until just combined. Gently knead in the chopped pistachios so they are evenly distributed.
4. Shape the dough into a log or rectangle, wrap tightly in plastic wrap, and refrigerate for 30–60 minutes until firm.
5. Preheat the oven to 350°F (175°C). Slice the chilled dough into ½-inch thick pieces and arrange on a parchment-lined baking sheet. Bake for 10–12 minutes, or until the edges are lightly golden.

Transfer to a wire rack to cool completely before serving.

Serve the cookies warm with your favorite beverage such as tea, coffee or milk. Enjoy!